রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৫ সনের ৪৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯২৫—৯৪৩
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩২১—১৩৩৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২৯৭—১৩২৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৭
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ আশ্বিন ১৪৩২/২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৪.২৩-২৯৩**—যেহেতু, জনাব রওশন সাদিয়া আফরোজ (বিপি-৭৩০৫১০৪৫৫০), পুলিশ সুপার (টিআর পদ), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে অবস্থিত কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ‘Community Engagement to Counter Violent Extermism: A reality synthesis with a case study on Bangladesh’ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পে ০৪ (চার) বছর মেয়াদী পিএইচডি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করলে গত ৩০-১০-২০১৭ তারিখ জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৯.০৬৮.১৫-১৭১৪ নং স্মারকমূলে গত ০১-০১-২০১৮ তারিখ হতে ৩১-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রস্তাবনের পর তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১৯-০১-২০২১ তারিখ ৪৪.০০. ০০০০.০৯৪.০৯.০৬৮.১৫-৪০ নং স্মারকমূলে গত ০১-০১-২০২১ তারিখ হতে ৩১-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর অধ্যয়নের জন্য অর্ধগড় বেতনে শিক্ষাছুটি এবং গত ১৩-০৩-২০২২ তারিখ ৪৪.০০. ০০০০. ০৯৪.০৮.০৩৪.২১-২৭৮ নং স্মারকমূলে গত ০১-০১-২০২২ তারিখ হতে ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বছর অধ্যয়নের জন্য অর্ধগড় বেতনে শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ৩১-১২-২০২২ তারিখ হতে ৩০-০৯-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৯ (নয়) মাস শিক্ষাছুটির আবেদন করলে গত ১৮-১২-২০২২ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০৮.০৩৪.২১-১৫৯৬ নং স্মারকমূলে শিক্ষাছুটি বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে তাকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে দেশে ফিরে চাকরিতে যোগদান না করে বিদেশে (অস্ট্রেলিয়াতে) অবস্থান করেন এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ০৯ (নয়) মাস বা ২৭০ দিন

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিদেশে অবস্থান করেন। উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০০৬/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য জনাব রেবেকা সুলতানা (বিপি-৭৪০১০১০০৬৩), অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোন উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক তাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ১ম ও ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি পুনরায় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনের মতো কোনো যুক্তি তিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি; এবং

৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ১ম ও ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' এর দণ্ড এবং অনুপস্থিতকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি' প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬ নং প্রবিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর পরামর্শ চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তার উপর আরোপিত গুরুদণ্ডের বিষয়ে একমত পোষণ করে; এবং

৭। যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৬) অনুসারে তাকে '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ'-এর দণ্ড এবং অনুপস্থিতকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি' হিসাবে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

৮। সেহেতু, জনাব রওশন সাদিয়া আফরোজ (বিপি-৭৩০৫১০৪৫৫০), পুলিশ সুপার (টিআর পদ), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ক) অনুসারে গুরুদণ্ড হিসাবে তাকে '০১ (এক) বৎসরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ'-এর দণ্ড প্রদান করা হলো এবং তার অনুপস্থিতকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৯৬৩**—যেহেতু, জনাব শচীন মৌলিক (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৫০), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা বর্তমানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৬ এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি-কে ICT BD Misc Case No-09/2025 মামলায় গত ২১-০৮-২০২৫ তারিখ গ্রেফতারপূর্বক ২২-০৮-২০২৫ তারিখ বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন আদালতে প্রেরণ করা হলে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে Custody Warrant মূলে জেল হাজতে প্রেরণ করেন;

সেহেতু, জনাব শচীন মৌলিক (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৫০)-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান মোতাবেক ২১-০৮-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

বিধি অনুযায়ী তিনি খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রিয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আশ্বিন, ১৪৩২/২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-৪০৯**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(খ) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব কামরুজ্জামান (১৫৬৫১)- কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন (যেটি পূর্বে ঘটে) মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০৭/২০২৫/কাস্টমস/৩৫৫।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার বাদলপুরা ও শাহামীরপুর মৌজার অন্তর্গত নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করছে, যথা :

ক্রঃ নং	মৌজা :	জে. এল নং	খতিয়ান নং	দাগ সংখ্যা	দাগ নম্বর (বি.এস)	জমির পরিমাণ
১	বাদলপুরা ও শাহামীরপুর	২৮, ২৯	২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৩, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ০৬, ৩২৯, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৯৭, ৭৯২৭, ৭৯২৮, ৭৯২৯, ৭৯৩০, ৭৯৩১, ৭৯৩২, ৭৯৩৩, ০২, ০৫	২৪৮	১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮২, ২২১, ২২৩, ২২২, ৮৩, ৮৬, ৪১, ৪৫. ৪৭, ৪৯, ৫৯, ৪৬, ৮৭, ৪৮, ৬০, ৮৮, ৬১, ৬২, ৯২, ৬৬, ৭১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ১১৮, ১১৯, ২২৭, ১২১, ২২৮, ২২৯, ২২৬, ২৩২, ২৩৫, ২৩৭, ১২৭, ২১৯, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৮, ১১৭, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১১৪, ১২৯, ২২০, ১৭৮, ৮১, ৬৫, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮২, ২২৪, ৭৩, ৭৪, ১০৮, ১২০, ১২২, ১২৩, ৭৮, ৭৩, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ০৪, ১৬, ১২, ১৩, ৪১, ৪৫, ৫০, ১৪, ৬৯, ৭০, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৩২, ২১, ১৮, ২০, ৩৬৫, ২৯, ১৯, ১৭, ৪১, ৫০, ৪৭, ৪৯, ৫৯, ৬১, ৮৮, ৪৮, ৬০, ৩৬, ২৯, ১৭, ১৬, ১২, ১৩, ৫০, ৪৬, ৮৬, ৮৭, ৬০, ৮৮, ৬১, ৬২, ৯২, ৮৬, ৮৭, ৫১, ৫২, ৩৬, ৬৬, ৭১, ৩৩, ২২, ১০৮, ১০৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ৭৮, ৭৩, ৭৪, ৬৩, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ১১৮, ১১৯, ৬৫, ৭২, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮২, ২২৪, ১৫, ৩৫, ১৬৬৩৯, ১৬৬৪১, ১৬৬৩৩, ১৬৬৪৭, ১৬৯৪৬, ১৬৯৪৮, ১৬৮৯০, ১৬৮৬২, ১৬৮৬৬, ১৬৯৩০, ১৬৬৩৪, ১৬৯৩৯, ১৬৮৯৯, ১৬৯৩৩, ১৬৯৩৪, ১৬৯০৩, ১৬৮৮৪, ১৬৯২২, ১৬৯২০, ১৬৯২১, ১৬৯০১, ১৬৯০৫, ১৬৯০২, ১৬৯০৪, ১৬৯১৯, ১৬৯১৮, ১৬৯১৩, ১৬৯৩২, ১৬৯২৬, ১৬৯৪২, ১৬৯৪৫, ১৬৯২৪, ১৬৯২৫, ১৬৯৭৫, ১৬৯২৭, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯১, ১৬৮৭৯, ১৬৯২৮, ১৬৯২৯, ১৬৯০৭, ১৬৯০৬, ১৬৮৭৬, ১৬৮৬৮, ১৬৯১৬, ১৬৯১৭, ১৬৮৭৭, ১৬৮৮১, ১৬৮৬৭, ১৬৮৮০, ১৬৮৭৩, ১৬৮৭৪, ১৬৯১১, ১৬৮৬৩, ১৬৯১৩, ৫০ থেকে ৬৩ পর্যন্ত এবং ২৭৬, ২৭৫, ২৭২, ২৭৪, ২৭১, ২৭৩, ২৭০, ২৬৯, ২৬৮, ২৬৭, ২৬৬, ২৬৫, ২৬৪, ৩০৯, ২৮৪, ৩১০, ২৪৯, ২৮৩, ২৮১, ২৭৯, ২৮০, ২৮২, ২৭৭, ২৭৮, ২৫০	৫৯.৮৪ একর একর

চৌহদ্দি :

ক) পূর্বে : ৪ লেন রোড;

খ) পশ্চিমে : কর্ণফুলী নদী;

গ) উত্তরে : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জমি;

ঘ) দক্ষিণে : কোরিয়ান ইপিজেড।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১৯৪**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	দুদঘাটা	২৩৭	৩৪২৮	০৪	সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১৯৫**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	চর বেতাগী	২৩	২৩১	০২	বোয়ালখালী	চট্টগ্রাম

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.১৯৮**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	খলিষখালী	২০	৫০১১	০৭	তালা	সাতক্ষীরা

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.২০১**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজা দু'টির স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	মাঝিয়ারা	৯০	১০৮৬	০২	তালা	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৬৫৫/২৩ নং রিট পিটিশন দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৩২৭, ৩৩০, ৩৩১, ৭৬৪, ৭৬৯, ১০০৩ ও ১০০৪ নং খতিয়ান ব্যতীত।
০২	সানকীভাঙ্গা	৯৫	১৪৫৮	০৩	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী

সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত আদেশ]
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২২.০১৩.১৮.৩২৯**—মা ইলিশের নিরাপদ বিচরণ ও অভিপ্রয়াণের মাধ্যমে প্রজননের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এর ধারা ৩(২) এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩(১)(খ) মোতাবেক ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে আগামী ১৯ আশ্বিন হতে ০৯ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (০৪ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মোট ২২ (বাইশ) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক ইলিশসহ সকল প্রজাতির মৎস্য আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ছাইদা আক্তার পরাগ
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-২
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আশ্বিন ১৪৩২/২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০০০.০১৩.৯৯.০০০৮.২৫-৬৭**—গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন, সুষ্ঠু মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ বদলি/পদায়ন নীতিমালা-২০২৫ জারি করছে। কর্মকর্তাগণকে মাঠ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পদায়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এ নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। এই নীতিমালায় বদলি/পদায়নের জন্য যোগ্যতা, শর্তাবলি এবং বদলি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিম্নে বিবৃত হলো:

১। **সাধারণ নিয়মাবলি:**

ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক কর্মস্থল হতে অন্য কর্মস্থলে বদলি করার কাজটি জনস্বার্থে করতে হবে।

খ) প্রত্যেক অফিসে সেই অফিসের অধীনস্থ কর্মচারী/কর্মকর্তাদের পার্সোনাল ডাটা সম্বলিত তথ্যের সফটকপি ও হার্ডকপি সংরক্ষণপূর্বক তালিকা তৈরী করে রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। রেজিস্টারে বর্তমান ও অতীত কর্মস্থল ইত্যাদি বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকবে।

গ) **বদলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ:**

কর্মকর্তার গ্রেড/শ্রেণি	বদলি/পদায়ন করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নির্বাহী প্রকৌশলী	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও তদনিম্ন কর্মকর্তা	প্রধান প্রকৌশলী

১০ম গ্রেডভুক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদেরকে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক গণপূর্ত জোনে ন্যস্ত করা হলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ তাঁর আওতাধীন জোনে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পদায়ন করতে পারবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের আওতাধীন জোনে পদায়নকৃত ১০ম গ্রেডভুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলীদের কর্মকাল ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অন্যত্র বদলি না করা হলে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ তাদের জোনের আওতাধীন অন্য কর্মস্থলে পদায়ন করতে পারবেন।

০২। কর্মকর্তাগণকে জ্যেষ্ঠতা, সততা, প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা ও কাজের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় পদায়ন করা হবে। কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে বিগত ০৩ (তিন) বছরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিশেষ কারিগরি দক্ষতা/অর্জন, অফিস ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে।

০৩। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত একই কর্মস্থলে কার্যকাল ০২ (দুই) বছর হলে সাধারণত কোনো কর্মকর্তা বদলিযোগ্য হবেন। একই কর্মস্থলে কোনো কর্মকর্তাকে ০৩ (তিন) বছরের অধিককাল নিয়োজিত রাখা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত বছরে ২ বার ডিসেম্বর/জানুয়ারি এবং জুলাই/আগস্ট বদলি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

০৪। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে একই জেলায় একই পদে পর পর ০২ (দুই) মেয়াদে স্বল্পবিরতিতে (কমপক্ষে ২ বছর) পদায়ন করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে সদর দপ্তরে অবস্থিত বিশেষায়িত পদ সমূহে (যেমন- প্রকল্প প্রণয়ন, কাঠামো/ইলেকট্রিক্যাল/প্লাম্বিং নকশা প্রণয়ন, পিএন্ডডিসহ বিভিন্ন নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি) কর্মরত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে এই ধারায় বর্ণিত পদায়নের মেয়াদ শিথিলযোগ্য।

০৫। পার্বত্য এলাকায় যে কোনো কর্মকর্তার চাকরিকাল হবে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর। তবে সমগ্র চাকরি জীবনে মোট ০৪ (চার) বছরের অধিক হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তার স্বপ্রণোদিত আবেদনের ভিত্তিতে তাকে পার্বত্য এলাকায় উল্লিখিত সময়ের অধিককাল পদায়িত রাখা যেতে পারে।

০৬। ঢাকা মহানগর ব্যতীত ১০ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিজ/Spouse এর জেলায় পদায়ন পরিহার করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীতে পদায়নের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

০৭। কোনো কর্মকর্তার স্ত্রী/স্বামী উভয়েই সরকারি চাকরিজীবী হলে একই কর্মস্থলে বা যথাসম্ভব নিকটবর্তী কর্মস্থলে পদায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

০৮। কোনো কর্মকর্তার নিজের অথবা স্ত্রী/স্বামী/সন্তান/পিতামাতার দুরারোগ্য ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বা কোনো গুরুতর শারীরিক/মানসিক/পারিবারিক সমস্যার কারণে ক্ষেত্র বিশেষে ০২ (দুই) বছর পূর্ণ হবার পূর্বে বদলির আবেদন করা যাবে। যৌক্তিকতা সাপেক্ষে আবেদন বিবেচনার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের থাকবে।

০৯। অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাওয়ার ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে কোনো কর্মকর্তা তার সুবিধামত স্থানে বদলির জন্য আবেদন করলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত আবেদন বিবেচনা করা যাবে।

১০। এই নীতিমালার ক্রমিক-০৭, ০৮ ও ০৯ এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যে কর্মস্থলে পদায়নের আগ্রহ ব্যক্ত করবেন সেই পদে কর্মরত কর্মকর্তার মেয়াদের পূর্ণতা, দক্ষতা, সততা ইত্যাদি বিবেচনার ভিত্তিতে তাকে পদায়নপূর্বক আবেদনকারী কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হবে। তবে এ আবেদন অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

১১। এই নীতিমালার ক্রমিক-০৭, ০৮, ০৯ ও ১০ এর ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা, সততা ও সন্তোষজনক চাকরির ভিত্তিতে পদায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। আবেদনকারী কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার সমস্যা/ প্রয়োজন/অবস্থান নিজে কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা/ব্যক্তি/গোষ্ঠির বদলি সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এর পরিপন্থী মর্মে গণ্য হবে।

১২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভাগ, উপ-বিভাগ এবং শাখা সমূহ কাজের পরিধি, প্রকৃতি, গুরুত্ব, রাজধানী/ বিভাগ/জেলা শহর থেকে দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় তিনটি শ্রেণিতে ('ক' 'খ' এবং 'গ') বিন্যস্ত হবে। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এই শ্রেণি বিন্যাস মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রস্তুত করবেন।

(ক) কর্মকর্তাগণকে জ্যেষ্ঠতা, সততা, কর্মদক্ষতা, মেধা, কর্মস্পৃহা ও বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ের 'ক' 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির কার্যালয়ে পদায়ন করা হবে। তবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি শ্রেণিতে ('ক' 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির কার্যালয়ে) পদায়ন করতে হবে।

(খ) সরকারের পূর্বানুমতি ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কর্মকর্তাগণকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পদোন্নতির পর প্রথম পর্যায়ে ন্যূনতম দুই বছর 'খ'/'গ' শ্রেণির কার্যালয় কাজের অভিজ্ঞতা ব্যতিত 'ক' শ্রেণির কার্যালয়ে পদায়ন করা যাবে না।

(গ) কোনো কর্মকর্তাকে একই পদে পর পর দুই মেয়াদে ঢাকা/চট্টগ্রাম মহানগরীর 'ক' শ্রেণির কার্যালয়ে পদায়ন করা যাবে না।

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জোন/সার্কেল কার্যালয়ে Estimator হিসেবে পদায়নের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে 'ক'/'খ'/'গ' শ্রেণির কার্যালয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে চাকরি করতে হবে।

১৩। কোনো কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে দণ্ডের মেয়াদ সমাপ্তির পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর 'ক' শ্রেণির কার্যালয়ে পদায়ন করা যাবে না। তবে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে পদায়ন করতে পারবে।

১৪। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো কর্মকর্তাকে চাকরিতে প্রথম যোগদানের পর ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা যাবে না।

১৫। চাকরির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে মাঠ পর্যায় ও দাপ্তরিক পর্যায়ে ন্যূনতম অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে মাঠপর্যায়ে ও দাপ্তরিক পর্যায়ে পদায়ন করতে হবে।

১৬। অন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে কোনো কর্মকর্তাকে প্রেষণে পদায়ন করা হলে প্রেষণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হবে না।

১৭। লিয়েন ও শিক্ষাছুটি হতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতি কর্মকর্তাকে মাঠ পর্যায়ে ন্যূনতম ০২ (দুই) বছর চাকরি করতে হবে। তবে বিশেষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত পদ সমূহে পদায়ন করা যেতে পারে।

১৮। বদলির আদেশ প্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বদলি করতে পারবেন না।

১৯। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত কাজ বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কার্যালয়সমূহ মাঠ পর্যায়ের অফিস নামে অভিহিত হবে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন, প্রকল্প, পিএন্ডডি, প্ল্যানিং ইত্যাদি পদগুলো বিশেষায়িত পদ হিসেবে অভিহিত হবে।

২০। এই নীতিমালার কোনো অস্পষ্টতার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২১। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

নং ২৫.০০.০০০০.০০০.০১৩.৯৯.০০৮.২৫-৬৮ তারিখ : ০৬ আশ্বিন ১৪৩২/২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২৫

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে প্রশিক্ষণ। কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সরকারের উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার বদ্ধপরিকর। গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের দায়িত্বের প্রকৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। একইসাথে মাঠ পর্যায়, ডিজাইন, প্রকল্প ও পরিকল্পনা সহ বিশেষায়িত, প্রযুক্তিগত ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা বিবেচনায় কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব, নৈতিকতা ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে এমন এক জনবল গড়ে তোলা জরুরি যারা সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্ষম। প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য হল সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিক ভিত্তি দিয়ে কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

০১। **নীতিমালার উদ্দেশ্য**

(ক) গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মচারীদের যুগোপযোগী ও উন্নততর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, যেন তারা তাদের সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত থেকে সুষম এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়।

(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা এবং এ সকল কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে সম্পাদন করা।

(গ) প্রশিক্ষণকে কার্যকর, যুগোপযোগী ও আনন্দমুখর করার লক্ষ্যে পিডব্লিউডি ট্রেনিং একাডেমী ও টেস্টিং ল্যাবরেটরী এর পরিবেশ উন্নয়ন ও অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা ও মানসিকতার উন্নয়ন সাধন করা এবং সার্বিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন করা।

০২। **নীতিমালার প্রযোজ্যতা**

গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

০৩। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**

এ নীতিমালা 'গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৪। **সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে:

(ক) **'গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মচারী'** বলতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী;

(খ) **'নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ'** বলতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে;

(গ) **'পিডব্লিউডিটিএ'** বলতে পিডব্লিউডি ট্রেনিং অ্যাকাডেমী ও টেস্টিং ল্যাবরেটরী বুঝাবে;

(ঘ) **'প্রশিক্ষণ'** বলতে গণপূর্ত অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বুঝাবে;

(ঙ) **'মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ'** বলতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও বিবিধ পদ্ধতিতে সার্বিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণকে বুঝাবে;

(চ) **'বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ'** বলতে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীগণের মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা ও পেশাগত সফলতা অর্জনের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণকে বুঝাবে।

প্রথম অধ্যায়: প্রশিক্ষণের ধরন

০৫। **প্রশিক্ষণের ধরন**

গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকার নির্দেশিত আবশ্যিক প্রশিক্ষণ, মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত কর্তব্য বিবেচনায় কারিগরি বিষয়াবলি সম্পর্কে যুগোপযোগী ধারণা অর্জন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ০৫ (পাঁচটি) ক্যাটাগরিতে ভাগ করে পরিচালনা করা হবে।

৫.১ ক্যাটাগরি-এ: গণপূর্ত অধিদপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গ্রেড- ১৩ থেকে গ্রেড- ২০ -এর কর্মচারীগণ এবং সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(ক) নবনিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ

(১) নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীগণের মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ হবে ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাস। প্রশিক্ষণকালীন ০১ (এক) মাস পিডব্লিউডি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে, ০১ (এক) মাস সদর দপ্তর ও মন্ত্রণালয়, এবং ০১ (এক) মাস মাঠ পর্যায়ে সংযুক্ত থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।

(২) নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ ন্যূনতম ০২ (দুই) মাসব্যাপী মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করবে, যার মধ্যে ০১ (এক) মাস পিডব্লিউডি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে এবং ০১ (এক) মাস সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে সংযুক্ত থাকবে।

(৩) গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ন্যূনতম ০১ (এক) মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরে সংযুক্তির মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবে।

(খ) পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ

সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলীদের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যূনতম ০২ (দুই) সপ্তাহব্যাপী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৫.২ ক্যাটাগরি-বি: জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩ অনুসারে, সকল স্তরের কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা হালনাগাদ করার জন্য বছরে কমপক্ষে ৬০ (ষাট) ঘণ্টা দাপ্তরিক (In-house) প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। নীতিমালার নির্দেশিকা অনুসারে ৬০ (ষাট) ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তু এবং সময়সূচি পিডব্লিউডি জোন অফিস এবং পিডব্লিউডিটিএ দ্বারা পরিচালিত হবে।

(ক) প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্তরের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।

(খ) মাঠ পর্যায়ে কর্মচারীদের জন্য ৬০ (ষাট) ঘণ্টার প্রশিক্ষণ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সকল জোন অফিস এবং এর আওতাধীন কর্মচারীদের (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বিভাগীয় হিসাবরক্ষক, সিনিয়র হিসাবরক্ষণ সহকারী, হিসাব সহকারী ও অন্যান্য) জন্য কারিগরি ও বাস্তব জ্ঞান সম্বলিত বিষয়সমূহের ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।

৫.৩ ক্যাটাগরি-সি: সকল স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পিডব্লিউডি ট্রেনিং একাডেমী এবং টেস্টিং ল্যাবরেটরীর ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুসারে পরিচালিত হবে। দক্ষতা অর্জন, ইতিবাচক মনোভাব গঠন, নতুন ধারণা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য এ পেশাদার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে যা বছরব্যাপী পরিচালিত হবে।

৫.৪ ক্যাটাগরি-ডি: অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) এর ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক (MoU) বা চুক্তি সম্পন্ন করা হবে।

৫.৫ ক্যাটাগরি-ই: এ ক্যাটাগরিতে অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্মাণ শিল্পের কাজে নিয়োজিত জনবলের (নির্মাণ শ্রমিক) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

০৬। বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

পিডব্লিউডিটিএ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

(১) প্রশিক্ষণের ধরন ও ক্ষেত্র নির্বাচন;

(২) প্রশিক্ষণার্থী চিহ্নিতকরণ এবং সংখ্যা নির্ধারণ;

(৩) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি;

(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষক নির্বাচন; এবং

(৫) প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট প্রণয়ন।

০৭। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, রূপরেখা, পাঠ্যসূচি, অধিবেশন সূচি এবং প্রশিক্ষক (রিসোর্স পার্সন) তালিকা উল্লেখ করা হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ মডিউলের পাঠ্যসূচিতে সময় সময়ে পরিবর্তন/সংশোধন/হালনাগাদ করা হবে।

০৮। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং প্রশিক্ষণের মান বজায় রেখে পিডব্লিউডিটিএ কর্তৃক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, কাঠামো, পরিবীক্ষণ কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তপূর্বক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হবে।

০৯। মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণের প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাইয়ের লক্ষ্যে পিডব্লিউডিটিএ কর্তৃক প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে। প্রত্যাশিত ফলাফল যতদূর সম্ভব পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য (measurable and varifiable) হতে হবে। মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১০। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

(১) প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসু করার জন্য তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অংশগ্রহণমূলক ও মিথস্ক্রিয়ানির্ভর পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডব্লিউডিটিএ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করবে। শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর নির্ভর না করে প্রায়োগিক ও বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(২) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউল ও প্রশিক্ষণ বিষয়াবলি দাপ্তরিক কর্মক্ষেত্র এবং কারিগরি ও মৌলিক বিষয়সমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক হবে এবং আবশ্যিকভাবে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন/ সংশোধন/ হালনাগাদ করা হবে।

(৩) সহকারী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলীগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকবে এবং মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) পিডব্লিউডি প্রশিক্ষণ একাডেমি (পিডব্লিউডিটিএ) মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমন্বয় এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

(৫) গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ এর কর্মচারীগণের মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে জোন অফিসে পিডব্লিউডিটিএ- এর সাথে সমন্বয় করে আয়োজন করা হবে।

(৬) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধিবেশনসমূহ প্রাসঙ্গিক এবং যুগোপযোগী হবে। কেস স্টাডি, স্টাডি ট্যুর, কর্মশালাসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তা কার্যকর ও প্রাণবন্ত করা হবে।

(৭) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ২৫-৩০ জনের জন্য কর্মশালা, সেমিনার ও কনফারেন্স এর আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ অনলাইন পদ্ধতিতেও করা যাবে।

(৮) মাঠ পর্যায়ে কর্মচারীদের জন্য ৬০ (ষাট) ঘণ্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০-৬০ শতাংশ পিডব্লিউডি জোন অফিস দ্বারা পরিচালিত হবে এবং অবশিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পিডব্লিউডি প্রশিক্ষণ একাডেমি-তে পরিচালিত হবে।

(ক) জোন অফিসসমূহের আওতাধীন কর্মচারীগণ ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে। পিডব্লিউডিটিএ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমন্বয় করবে।

(খ) পিডব্লিউডিটিএ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।

(গ) জোন অফিসসমূহের অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রদান করবে।

(ঘ) স্থানীয়ভাবে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নির্বাচন করা হবে। নিকটবর্তী স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে অথবা প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য স্থানীয় দপ্তর থেকে প্রশিক্ষকগণকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

(৯) (ক) গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার বাইরে অন্যান্য সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ও বাজেটের মাধ্যমে যে সকল প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে, সে সকল প্রশিক্ষণে উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ নিজ উদ্যোগে অর্জিত অথবা সরকারি প্রজ্ঞাপনে নির্দেশিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তহবিল নিশ্চিত করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) পিডব্লিউডিটিএ মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণকালীন উত্তম কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, সময়কাল, এবং ভেন্যু যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

(১০) ক্যাটাগরি-ই প্রশিক্ষণের ধরন হবে অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতি অথবা কর্মক্ষেত্রে (In-house) প্রশিক্ষণ। পিডব্লিউডিটিএ মাঠ পর্যায়ের সহায়তায় বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি বা টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরি করবে। প্রশিক্ষণ অধিবেশনগুলি পিডব্লিউডিটিএ বা মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলি দ্বারা আয়োজন করা হবে।

(১১) প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেমন: Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), National Academy for Planning and Development (NAPD), National Academy for Development Administration (NADA), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB), Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC), Institute of Public Finance, Bangladesh (IPF) ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

(১২) মৌলিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ কনফারেন্স/ ওয়ার্কশপ/ স্টাডি ট্যুর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

(১৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহ (যেমন: স্থাপত্য অধিদপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি) এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের অংশগ্রহণকারীরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পিডব্লিউডিটিএ-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১১। রিসোর্স পার্সন ব্যবস্থাপনা

পিডব্লিউডিটিএ প্রত্যাশিত প্রশিক্ষকগণের (রিসোর্স পার্সন) পুল তৈরী করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা জীবনের ফলাফল, যোগ্যতা ও দক্ষতা, প্রশিক্ষণ কোর্সের ফলাফল, উচ্চশিক্ষার রেকর্ড, প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ, কর্মকর্তার পেশাগত অর্জন, চাকরি জীবনের সুনাম ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। রিসোর্স পার্সন পুলের রেকর্ড প্রতি ০৬ (ছয়) মাস পরপর আবশ্যিকভাবে নবায়ন করা হবে।

১২। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT)

(ক) পিডব্লিউডিটিএ কর্তৃক বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি দক্ষ প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন পুল সংরক্ষণ করা হবে। পুলভুক্ত প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বিকাশ অব্যাহত রাখা হবে যেন তারা মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারেন।

(খ) প্রশিক্ষণ কর্মীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা হালনাগাদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT) কোর্সগুলি নিয়মিত আয়োজন করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়: বিবিধ

১৩। বাজেটের বিধান

(ক) এ, বি, সি এবং ই ক্যাটাগরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাজেট সম্পূর্ণরূপে পিডব্লিউডিটি-এর প্রশিক্ষণের বরাদ্দকৃত অর্থনৈতিক কোড থেকে অর্থায়ন করা হবে। ডি ক্যাটাগরির কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পিডব্লিউডিটিএ থেকে অর্থায়ন করা হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক সংস্থা এডিবি, বিশ্বব্যাংক, জাইকা, কইকা ইত্যাদির নিকট হতে জিওবি তহবিল এবং বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চিত করে পিডব্লিউডি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১৪। প্রশিক্ষকদের প্রণোদনা

পিডব্লিউডিটিএ-তে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করার জন্য এবং প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিষেবা আকর্ষণীয় এবং উৎসাহমূলক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রণোদনা প্রদান করা হবে

(ক) **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

(খ) **বিশেষ ভাতা:** প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে পদায়িত কর্মচারীগণকে মূলবেতনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করা হবে।

(গ) **কর্মজীবনে উৎকর্ষতা:** প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকালকে কর্মজীবনের উৎকর্ষতার পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা হবে।

১৫। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা

(ক) প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীরা বিনামূল্যে পিডব্লিউডিটিএ-এর আবাসন ব্যবস্থা উপভোগ করবে এবং বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্য হবে।

(খ) এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

১৬। সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং

যেহেতু প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম, সেহেতু নিয়মিত পর্যালোচনা পূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে—

(ক) পিডব্লিউডিটিএ জাতীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির সাথে নেটওয়ার্ক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখবে।

(খ) পিডব্লিউডিটিএ-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়মিত সমন্বয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ (MOU, চুক্তি, ইত্যাদি) গড়ে তোলার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সফর এবং শিক্ষা সফর বিনিময়কে উৎসাহিত করা হবে।

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পিডব্লিউডিটিএ কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(ঙ) পিডব্লিউটিএ-কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক এবং মানসম্মত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৭। এই নীতিমালার কোনো অস্পষ্টতার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন অনুবিভাগ-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১০ আশ্বিন ১৪৩২/২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩৮.১৯-৩৮৯**—যেহেতু, জনাব তানজিলা শারমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)(স্টাফ অফিসার), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগে ০৭/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে ‘অভিযোগনামা’ ও ‘অভিযোগ বিবরণী’ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২১-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। গত ১২-১২-২০১৯ ও ১৫-১২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তানজিলা শারমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)(স্টাফ অফিসার), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে তদন্ত কমিটি পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুনরায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তানজিলা শারমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)(স্টাফ অফিসার), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

৪। সেহেতু, জনাব তানজিলা শারমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)(স্টাফ অফিসার), রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৭/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৭.১৯-৩৯০—যেহেতু, জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী “অসদাচরণ” এর অভিযোগে ১৬/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে ‘অভিযোগনামা’ ও ‘অভিযোগ বিবরণী’ তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৩-১২-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। গত ১৯-০১-২০২০ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে ও এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব ফারুক আহম্মেদকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটি পুনরায় তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে তদন্ত কমিটি পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুনরায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ১৬/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনাব মোঃ রুবেল হোসাইন, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত বিভাগ, পাবনাকে এ মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৭-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৫ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৬ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৯৯.০০০১.২৫.২৮০**—বাংলাদেশ কর ব্যবস্থার কাঠামোগত সমন্বয় এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায়পূর্বক কর জিডিপি অনুপাতকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত নিম্নরূপ জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হলো:

সভাপতি

০১। ড. জায়েদী সাত্তার
চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

সদস্যবৃন্দ

০২। ড. সুলতান হাফিজ রহমান
প্রফেসরিয়াল ফেলো ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলেপমেন্ট

০৩। ড. সৈয়দ মইনুল আহসান
প্রফেসর এমিরিটাস, কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, মন্ট্রিল, কানাডা

০৪। ড. মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

০৫। ড. সাজ্জাদ জহির
নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ

০৬। প্রতিনিধি
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

০৭। প্রতিনিধি
ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ

০৮। প্রতিনিধি
ইনস্টিটিউট অব কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ

সদস্য সচিব

০৯। মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী
যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

০২। টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

ক) কর জিডিপি'র হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কর কাঠামোর প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

খ) দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্য সহায়ক করনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে আশু করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন।

০৩। টাস্কফোর্সে প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। আগামী ৩১ জানুয়ারি , ২০২৬ এর মধ্যে অর্থ উপদেষ্টার নিকট চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে উক্ত টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

রাষ্ট্রপতির অদেশক্রমে

বিভীষণ কান্তি দাশ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.১২০০**—এতদ্বারা আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার মনিরামপুর থানার মামলা নং-০২, তারিখঃ ০৫-০৯-২০২১ খ্রিঃ, এ উল্লিখিত অপরাধ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধ হলেও বিবাদীদের জড়িত থাকার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ দালিলিক ও প্রযুক্তিগত সাক্ষ্য প্রমাণ যায়নি।

০২। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর এর সুপারিশের আলোকে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারাধীন আদালতে চূড়ান্ত রির্পোট সত্য (FRT) গ্রহণক্রমে মামলা নিষ্পত্তির জন্য সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০২৫)-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Section) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং **৫৪.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৫.২৫-১২৭**—যেহেতু, মিজ্ সায়মা বিনতে হুসাইন, প্রেষণে নির্বাহী প্রকৌশলী (ট্রাক), বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (চ. দা.) [মূলপদ: সিনিয়র সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন-প্রকৌশলী)-২, রেল ভবন, ঢাকা]-কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ১৭-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে ১৬-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮২ (একশত বিরাশি) দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন; এবং

যেহেতু, তিনি ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে দাপ্তরিক কাজে উদাসীনতা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" (Desertion) এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং ০৪-০৮-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৪.০০.০০০০.০০০.০২৩.২৭.০০০৫.২৫.১১৩ নং স্মারকে উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৩-০৮-২০২৫ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন এবং ০৮-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণীর বিপরীতে মিজ্ সায়মা বিনতে হুসাইন কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব, শুনানি প্রদানকালে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও লিখিত জবানবন্দি এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অন্তঃসত্ত্বাজনিত শারীরিক অসুস্থতা এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী অসুস্থতার বিষয়টি আমলে নিয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন" (Desertion) এর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৩/২০২৫) এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান এবং বর্ণিত কর্মকর্তাকে অনুমোদিত অনুপস্থিতির সময় অর্থাৎ ১৭-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে ১৬-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ১৮২ (একশত বিরাশি) দিন বিধি মোতাবেক ছুটির আবেদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণীর বিপরীতে মিজ্ সায়মা বিনতে হুসাইন কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত জবাব, শুনানি প্রদানকালে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও জবানবন্দি এবং এ বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অন্তঃসত্ত্বাজনিত শারীরিক অসুস্থতা এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী অসুস্থতার কারণে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি আমলে নিয়ে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষমা প্রার্থনা করায় ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায়, মানবিক দিক বিবেচনায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। একইসাথে মিজ্ সায়মা বিনতে হুসাইনকে বর্ণিত অননুমোদিত ছুটির বিষয়ে বিধি মোতাবেক ছুটির আবেদন করতেও নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: ফাহিমুল ইসলাম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০৮.২৩.২১২**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার খতিয়ান দু'টির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	থানা	জেলা	মন্তব্য
০১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭১	০২ (দুই)টি	২৮৯০ ও ৪৩৩৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ২৪১৭/২০১১ নং রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ায়।

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১১.২১.২১৩**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ফরিদপুর জোনাল সেটেলমেন্ট এর আওতাধীন ৩২(বত্রিশ) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	এরিয়া
১	গোহাইলকান্দি	৭৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২২০.৩৬০০
২	কাশর	৭৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৩৫.২৭০০
৩	ময়মনসিংহ টাউন	৭৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৭৪০.১২০০
৪	কৃষ্ণপুর	১০০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৪২.০৩০০
৫	ভাটিকাশর	১০১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৪৫.৮৭০০

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	এরিয়া
৬	গোবিন্দপুর	৫০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১২৪৩.২৬
৭	চর রঘুরামপুর	৮১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১২৭৪.৪৩৫৮
৮	খাগডহর	৭০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২১৫.১৮৮৫
৯	জেলখানারচর	৫২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৯২.৬৪৫০
১০	গলগন্ডা	৭২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২১৫.১৮৮৫
১১	ঢোলাদিয়া	৭১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২৫২.৮৭৯২
১২	রহমতপুর	৬৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮১.৭৯০০
১৩	কিসমত	৬১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৯৬.৮০০০
১৪	হাসিবাসি	৬৯	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮১.৭৩০০
১৫	কল্পা	৭৩	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২০২.৯৫০০
১৬	বৈশাখাই	৬২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮০.১৬০০
১৭	কেওয়াটখালী	৯৮	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮২৫.৯৫
১৮	বলাশপুর	৯৯	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৪২.২৪
১৯	ছত্রপুর	৯৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৮৫৯.৩২
২০	বয়ড়া ভালুকা	৯৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৯৭৫.২৫
২১	চক ছত্রপুর	৯৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৬৬.৬৫
২২	রাক্তা	৯৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৪.২৪
২৩	চর ঈশ্বরদিয়া	৭৮	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৪৫৩২.২৪০০
২৪	চর সেহড়া	৭৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৬৯.৮০০০
২৫	বেলতলী	১২৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৬৮.৯১০০
২৬	সুতিয়াখালী	১২৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১১৫৩.৪৬০০
২৭	বাদে কল্পা	১০৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৫৯৭.৯০০০
২৮	দাপুনিয়া	১০৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৪৩৮.৫২০০
২৯	সেহড়া	১০২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৭৩.৮৫২৭
৩০	মাসকান্দা	১০৩	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৬১.৬৯২৩
৩১	বাড়েরা	১০৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৯১৯.৩৪৮০
৩২	আকুয়া	১০৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৫৮৩.৫৪৭০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১১.২১.২১৩**—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ময়মনসিংহ জোনের ৩২(বত্রিশ) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম	এরিয়া
১	গোহাইলকান্দি	৭৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২২০.৩৬০০
২	কাশর	৭৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৩৫.২৭০০
৩	ময়মনসিংহ টাউন	৭৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৭৪০.১২০০
৪	কৃষ্ণপুর	১০০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৪২.০৩০০
৫	ভাটিকাশর	১০১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৪৫.৮৭০০
৬	গোবিন্দুপুর	৫০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১২৪৩.২৬
৭	চর রঘুরামপুর	৮১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১২৭৪.৪৩৫৮
৮	খাগডহর	৭০	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২১৫.১৮৮৫
৯	জেলখানারচর	৫২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৯২.৬৪৫০
১০	গলগন্ডা	৭২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২১৫.১৮৮৫
১১	ঢোলাদিয়া	৭১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২৫২.৮৭৯২
১২	রহমতপুর	৬৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮১.৭৯০০
১৩	কিসমত	৬১	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৯৬.৮০০০
১৪	হাসিবাসি	৬৯	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮১.৭৩০০
১৫	কল্পা	৭৩	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	২০২.৯৫০০
১৬	বৈশাখাই	৬২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮০.১৬০০
১৭	কেওয়াটখালী	৯৮	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৮২৫.৯৫
১৮	বলাশপুর	৯৯	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৪২.২৪
১৯	ছত্রপুর	৯৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৮৫৯.৩২
২০	বয়ড়া ভালুকা	৯৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৯৭৫.২৫
২১	চক ছত্রপুর	৯৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৬৬.৬৫
২২	রাক্তা	৯৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৯৪.২৪
২৩	চর ঈশ্বরদিয়া	৭৮	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৪৫৩২.২৪০০
২৪	চর সেহড়া	৭৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৬৯.৮০০০
২৫	বেলতলী	১২৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৬৮.৯১০০
২৬	সুতিয়াখালী	১২৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১১৫৩.৪৬০০
২৭	বাদে কল্পা	১০৫	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৫৯৭.৯০০০
২৮	দাপুনিয়া	১০৬	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৪৩৮.৫২০০
২৯	সেহড়া	১০২	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৭৩.৮৫২৭
৩০	মাসকান্দা	১০৩	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	৩৬১.৬৯২৩
৩১	বাড়েরা	১০৭	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৯১৯.৩৪৮০
৩২	আকুয়া	১০৪	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	১৫৮৩.৫৪৭০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়

জন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩২/০৬ অক্টোবর, ২০২৫

নং ০১.০০.০০০০.০০৭.০২.০০১.২৪-১৬৩—বাংলাদেশ স্কাউটস এর কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করা, প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা তৈরি করা এবং জাতীয় কাউন্সিল আয়োজনের জন্য নিম্নবর্ণিত 'অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটি' গঠন করা হলো:

অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা: জনাব এহছানুল হক (০১৭৭০৭৯৩৯৯৯) অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নির্বাহী কমিটি:

ক্রমিক	পদবি	নাম	মোবাইল
১.	সভাপতি	নাসিমুল গনি	০১৭৮১৪৪৭৬৫৬
২.	সহ-সভাপতি-১	ড. আমিনুল ইসলাম	০১৭১১৫৯২৭৬৯
৩.	সহ-সভাপতি-২	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৪.	সহ-সভাপতি-৩	সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৫.	সহ-সভাপতি-৪	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
৬.	প্রধান জাতীয় কমিশনার	এ বি এম আবদুস সাত্তার	০১৭১৫০১৫০১৯
৭.	উপ-প্রধান জাতীয় কমিশনার	মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ	০১৭৯৩৫৬০২৭৭
৮.	কোষাধ্যক্ষ	খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল	০১৭১১৫৮৬৫০৫
৯.	সদস্য	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	
১০.	সদস্য	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	
১১.	সদস্য	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	
১২.	সদস্য	মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	
১৩.	সদস্য	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)	
১৪.	সদস্য	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	
১৫.	সদস্য	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড	
১৬.	সদস্য	আঞ্চলিক কমিশনার (সকল অঞ্চল)	
১৭.	লিডার ট্রেনার-২ (একজন নারী)	জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত	
১৮.	সহযোজিত সদস্য-২ (একজন নারী)	জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত	
১৯.	ইয়াং অ্যাডাল্ট সদস্য-২ (একজন নারী)	জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত	
২০.	নির্বাহী পরিচালক	পদাধিকারবলে	

(ক) ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এ কমিটির মেয়াদ কার্যকর থাকবে।

(খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ ০১-১০-২০২৫ খ্রি. তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন জুয়েল

উপসচিব (প্রশাসন)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
বীমা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.০০০.৪১১.১১.০০০১.২৪-৩৫৩—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ৯(১)(গ) অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ (৬৬৫৫)-এর স্থলে মিজ রহিমা বেগম (৬৫৪৭), অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ-কে উক্ত কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছর অথবা অর্থ বিভাগে চাকুরিরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো:

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৭ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.১২.০০০১.২৫.৯৮০—বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ হতে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বিবরণ	ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ
১.	জনাব ওয়াহিদা পারভীন (বিপি-৮৫১৭১৯৫২২১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা	২৬-২-২০২৫
২.	জনাব ফারিহা রফিক ভাবনা (বিপি-৯২১৭১৯৫২২২), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা	২৬-২-২০২৫
৩.	জনাব নাসরিন আক্তার (বিপি-৮৬১৭১৯৫২৩১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা	২৬-২-২০২৫
৪.	জনাব মোঃ রিফাত বাশার তালুকদার (বিপি-৮৮১৭১৯৫২৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা	২৬-২-২০২৫

২। উল্লিখিত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা শুধু চাকরির ধারাবাহিকতা, জ্যেষ্ঠতা ও বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে প্রকৃত যোগদানের তারিখের পূর্বের বকেয়া কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৯৮৪—যেহেতু, জনাব এফ, এম, ফয়সাল (বিপি-৮১১৩১৫৯৪৯৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসপিবিএন-১, ঢাকা-কে গত ১৭-৫-২০২৫ তারিখে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম হিসেবে বদলি করা হলেও তিনি অদ্যাবধি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং নিয়মিত অফিসে গরহাজির থাকছেন। কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে 'অসদাচরণ' এর শামিল;

সেহেতু, জনাব এফ, এম, ফয়সাল (বিপি-৮১১৩১৫৯৪৯৭)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী গত ১৭-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রংপুর-এ সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০৮/২০২৫/কাস্টমস/৩৬৩—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৭/কাস-এসবিডব্লিউ/৮১, তারিখ: ১১-০৪-১৯৮১ খ্রি.) নামীয় ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৭৪/২০২৫/কাস্টমস/৬৭০, তারিখ: ০২-০২-২০২৫ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণিত মেয়াদ আমদানি পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

নং ১০৯/২০২৫/কাস্টমস/৩৬৬—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মেসার্স টস বন্ড (প্রাঃ) লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-২/কাস-এসবিডব্লিউ/১৯৭৯, তারিখঃ ১৯-০১-১৯৭৯ খ্রি.) নামীয় ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৪৭/২০২৪/কাস্টমস/৪৭৯, তারিখঃ ২৪-১০-২০২৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণিত মেয়াদ আমদানি পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আশ্বিন, ১৪৩২/২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০১০.২৪-৪২৩—বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) মোটরযানের নির্ধারিত রোড ট্যাক্স পরিশোধের পরিপ্রেক্ষিতে QR কোড সম্বলিত ই-ট্যাক্স টোকেন সনদ প্রদান করছে। মোটরযান মালিক/চালকগণ মুদ্রিত ট্যাক্স টোকেন সনদের ন্যায় ই-ট্যাক্স টোকেন ব্যবহার করে বা স্মার্ট মোবাইল ফোনে প্রদর্শন করে মোটরযান চালনায় ব্যবহার করতে পারবেন। ই-ট্যাক্স টোকেনে প্রদত্ত QR কোড দ্বারা বিআরটিএ-এর সিস্টেম/অ্যাপস্ থেকে মোটরযানের ট্যাক্স টোকেনের বৈধতা সম্পর্কিত তথ্যাদি যাচাই করা যাবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।